০২-১১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিকারগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ঝেড়ে ফেলার পরেও স্মরণের যোগ-এর পুরুষার্থ করাও অতি আবশ্যক। যেহেতু কেবলমাত্র এই স্মরণের যোগের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়।

প্রশ্ন :- বাবার হৃদয়-আসনে বসার বা রুদ্র-মালার দানা হয়ে সেই মালাতে স্থান পাওয়ার বিধি কি?

উত্তর :- বাবার মতন দুঃখ-হর্তা সুখ-কর্তা হও। সবাইকে এই জ্ঞান-গঙ্গার জল ছিটিয়ে শীতল বানাবার সেবা করো। কাউকেই কোনও প্রকারের দুঃখ দেওয়ার ভাবনা ত্যাগ করো। কোনও বিকর্মই যেন না হয় তোমার দ্বারা। খুব সুন্দর আচার-আচরণ ধারণ করো। নিজের অমূল্য সময়ে বাবার স্মরণে থেকে তাকে সময়োপযোগী করতে পারলে তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পেয়ে সেই রুদ্র-মালায় নিজের স্থান করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি তার অমূল্য সময়কে অপচয় করে, তবে এমনিতেই সে নিজের দোষে পদভ্রষ্ট হবে। মিথ্যা বলা, ভুল করে তা লুকানো, কারও মনে দুঃখ দেওয়া - এগুলি সবই পাপ। আর এর কারণে তোমাদের ১০০ গুণ সাজা পেতে হবে।

গীত :- না বহ হামসে জুদা হোঙ্গে না উলফৎ দিল সে নিকলেগি .....
(তিনি কখনোই আমার থেকে আলাদা হবেন না.... )

ওঁম্ শান্তি! এই গীত গোপীকাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা কোন্ গোপীকা ? তা কেবল প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলীরা (দত্তকরা)। এদেরকেই আবার বলা হয় গোপী-বল্লভ, অর্থাৎ বল্লভ বাবার গোপ-গোপী বাচ্চারা। এছাড়া যা কিছু প্রচলিত আছে, তা তো মানুষের বানানো গল্প মাত্র। এতেও বোঝার ব্যপার আছে- তোমরা যখন ঈশ্বরীয় বাবার সন্তান হও, বিকারী আসুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আর হংস ও বক তো একত্রে বাস করতে পারে না কখনও। আবার হংস স্বভাবের বাবার বাচ্চারা যেখানে অনেক কম সংখ্যায়, সেখানে বক-স্বভাবের লোকেদের সংখ্যা থাকে কোটি-কোটিতে। একমাত্র তোমাদেরকেই ঘর-গৃহস্থালীর সংসারে থেকেই পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। তাই তো তোমরা বি.কে.-রা এত প্রসংশার যোগ্য। যেখানে এই গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে পারো। যদিও এমন থাকার ক্ষেত্রে অনেক বিঘ্নও আসে তোমাদের চলার পথে। গত অর্দ্ধ-কল্প ধরে তোমরা এই পতিত দুনিয়ার সংস্কারে অভ্যস্থ হয়ে আছো, যদিও এত শীঘ্রই তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। অপবিত্রতার সাথে তোমাদের পবিত্রতার এই লড়াইটা অনেকটা দড়ি-টানাটানি খেলার মতো। আর এর জন্য অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার করা হয়। তাই তো দ্রোপদীরা অসহায় হয়ে বাবাকে ডাকতেই থাকে। যা কোনও একজন দ্রৌপদীর ব্যপার নয়। বর্তমান যুগে সব নারীরাই দ্রোপদী আর সব পুরুষেরাই দুঃশাসন। তাই একে অপরকে অসম্মান করে, খামচাতে থাকে। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে বিকারী দুশ্চরিত্রের দুনিয়া। আর সত্যযুগকে বলা নির্বিকারী দুনিয়া। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা রাবণের রাজত্ব। তাই এমন বিকারী দুনিয়া। তাই তো এই দুনিয়ায় এত দুঃখ-কষ্ট, কান্না-কাটি, লড়াই-ঝগড়া। একবার ভেবে দেখো কি চলছে দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়ায় যখন দেবতাদের রাজ্য হয়, তখন তো সেখানে পবিত্রতা, সুখ-শান্তিতে ভরপুর থাকে। সেখানে অশান্তির কোনও ধর্মও থাকে না। যেখানে এখন অশান্তি ছড়াবার জন্য কত অনেক ধর্মের উপস্থিতি। অতএব এভাবেও তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে

পারো, সবচেয়ে পুরোনো শত্রু হলো রাবণ। যে এই হীরে তুল্য ভারতকে কানা-কড়ির মতন পতিতে পরিণত করেছে।

বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের দর্শণ ও কার্য-করণের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন। এই রাবণ রাজ্যে লোকেরা যতই দান-পুন্য, যাগ-যজ্ঞ, তপ-তপস্যা- যাই করুক না কেন, তাতেও তাদের অধোগতিই হতে থাকবে। কারণ যাকে দান করা হয়, সেও তো বিকারী, পাপী আত্মাই। বিকর্ম করতে করতে আত্মাদের মাথায় এখন অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে। তোমরা আত্মারা একসময়ে সতোপ্রধান অবস্থায় ছিলে, কিন্তু এখন তা একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। গত কল্পে যেমনটি ঘটেছিলো- বাবা এখন সেগুলিই বোঝাচ্ছেন। তিনি আরও জানাচ্ছেন, প্রতি কল্পেরই এই পুরুষোত্তম-সঙ্গম সময়েই তিনি এসে তোমাদেরকে ঠিক এই প্রকারেই দেবতা বানিয়ে থাকেন - সহজ রাজযোগ আর এই জ্ঞান শুনিয়ে। যার মূল কথাই হলো, নিজেকে আত্মা ভেবে, আত্মিক স্বরূপে বাবাকে স্মরণ করা। তবে ভাবো, এটা কত সহজ পন্থা - তাই না ? বর্তমানে দুনিয়ায় সবাই ঈশ্বরকেই ডাকে, বলে ভগবান এসো, এসে আমাদের এই পতিত অবস্থা ঘুচিয়ে পবিত্র বানাও। তবে তো সেই একই পতিত-পাবন বাবাকেই তা বলা হচ্ছে। বাচ্চারা- তোমরা নিজেরাও জানো বাবা তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করাচ্ছেন। কিন্তু এতেও দেখা যায় যে, যদিও কেউ ৫ বিকারকে ত্যাগ করলো, তবুও সে যোগযুক্ত হতে পারছে না। এর কারণ, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যে জমা হয়ে আছে তোমাদের মাথায়। যে কারণে তারা এত তমোপ্রধান হয়ে পড়ে। এর একমাত্র উপায়, যদি তা দূর করতে পারো আর যোগযুক্ত হয়ে তাকে ভষ্মে পরিণত করতে পারো। তোমরা যখন ৫ বিকারকে দান করেই দিয়েছো, তারপর কিন্তু আর কোনও প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হবে না। অবশ্য জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপের বোঝা চেপে আছে মাথায়, সেগুলিরও হিসেব-নিকেশ কিভাবে চোকাবে ? তার যুক্তি হলো, যতদিন বাঁচবে, ততদিনই লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। এই স্মরণের যোগের দ্বারাই বিকর্মগুলি ভষ্ম হবে। অবশ্য যারা পতিত আত্মা, তারা তা করতে পারবে না। প্রত্যেকেরই তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট এবং তাদের পদ-মার্যদা দেওয়া আছে। শরীরধারী মানুষের যেমন পদ-মার্যদা থাকে, আত্মার ক্ষেত্রেও তেমনিই পদ-মার্যদা থাকে। একেবারেই প্রথমে যে সব আত্মারা স্বর্গ-রাজ্যে যাবে, তার মধ্যে প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওনাদের পার্টই সবচেয়ে লম্বা। অবিনাশী ড্রামায় দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা সবচেয়ে ভাল পার্ট করে এবং সবচেয়ে বেশী সুখও ভোগ করে। অবশ্য তাদেরকেও এরপর সতো-রজো-তমোতে আসতে হয়। আর এর ফলেই আত্মাতে ময়লাও জমে যায়। কিন্তু সেই ময়লা তবে দূর হবে কি করে ? -যেমন সোনাকে আগুন দিয়ে পোড়ালে তার ময়লা ভষ্ম হয়ে বেরিয়ে যায়। তেমনি যোগ-অগ্নিও - যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। সাধারণ লোকেরা তো তা জানেই না যে, এই যোগ-অগ্নির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানায়, বারে বারেই তাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করতেই ভুল হয়ে যায়, মায়ার বিঘ্নের কারণে । যদি এই বিঘ্ন না আসতো, তবে তো খুব তাড়াতাড়িই যোগ-যুক্ত হওয়া যেত, এবং বিনাশ পর্বও তাড়াতাড়িই হয়ে যেতো। কিন্তু বাস্তবে তো আর তেমনটি হয় না, তাই এতে এত সময় লাগে। যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছোতে পারছো, ততদিন লাগাতার যোগের অভ্যাস করে যেতে হবে। তারপর তো দুনিয়াই সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে।

একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই শ্রীমৎ অনুসারে চলে রাবণের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করো। গীতা, মহাভারত, রামায়ণ -এগুলি সবকিছুই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। তোমরা সঙ্গমযুগে যেসব কর্ম-কর্তব্য

করো, তারই স্মৃতির স্মরণিকায় এই মন্দির ও স্তম্ভগুলি। এই স্মরণিকাগুলি বানানো শুরু হয় দ্বাপর থেকে। প্রথম স্মরণিকা শুরু হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার স্মরণে। যিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পতিতদের পবিত্র বানান। তেমনি দেবতাদেরও গুণ ও মহিমার কীর্তন করা হয়। তারই নিদর্শণ লক্ষ্মী-নারায়ণের বড় বড় মন্দির। কিন্তু মূল কারণটাই যে কেউ জানে না, তাদেরকে কেন পূজো করা হয় ? এরপর আবার সেই পূজ্যরাই পূজারীতে পরিণত হয়। যতক্ষণ তারা পূজ্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই প্রালব্ধের ফল পায়। যেমন কোনও বিখ্যাত ও মহান রাজাদের জীবনীপঞ্জী ও চরিত্রের গুণগান করা হয়, ঠিক সেই প্রকারেই সত্যযুগের প্রথম মহারাজা ও মহারাণী, লক্ষ্মী-নারায়ণেরও গুণ ও মহিমার কীর্তনপ তো হবে অবশ্যই। কিন্তু তারা এমন গুণের হলো কিভাবে, এটাই তাদের কারও জানা নেই। একই প্রকারে এটাও তাদের জানা নেই ব্রহ্মা আর সরস্বতী এদের দুজনকে শিক্ষা দিয়ে এত গুণধারী বানান স্বয়ং শিববাবা। অথচ, এই শিববাবার নাম শাস্ত্রগুলিতে শাস্ত্রকারেরা নিজেদের অজ্ঞতা বশে তা উহ্য রেখে উল্টো-পাল্টা নাম লিখে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। আর এই রহস্য কেবলমাত্র বুদ্ধিমান বাচ্চারাই তাও আবার নম্বর ক্রমানুসারের তা অনুধাবন করতে পারে। এই ভাবেই চলে আসছে এই অবিনাশী ড্রামা।

কল্প পূর্বেও তোমরা এমনই হয়েছিলে, যেমনটা এখন তৈরী হচ্ছো। কল্পবৃক্ষের ডালপালা এভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপযুক্ত সময়ে তার ফলও পাকবে। আবার বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেও তো সময় লাগে। আর যখন এই বৃক্ষের ডালপালা সম্পূর্ণ-রূপে বিকশিত হবে, তখন তোমরাও গুণ ধারণ করে দেবী-দেবতা হয়ে যাবে। আর বাদবাকী যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

বাচ্চারা, তোমরাও এখন (জ্ঞান ও গুণে) সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছো! কারও কারও মধ্যে পূর্ণতা প্রায় এসে গেছে, আবার কারও হয়ত কিছুটা কমও আছে, আবার কেউ বা (মায়ার) ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করছ। প্রালব্ধ লাভ করতে গেলে আবার গ্রহের প্রকোপও আসে। বাবা বলছেন- তাই এমন ভাবে যোগযুক্ত অবস্থায় থাকো, যেন তাতেই তোমাদের সব পাপ দগ্ধ হয়ে ভষ্ম হয়ে বেরিয়ে যায়। এই রোজগারেই যে সবচেয়ে বেশী লাভ। তাই তো ভারতের এই প্রাচীন রাজযোগ এত প্রসিদ্ধ। অথচ এই রাজযোগে যে কি প্রাপ্তি হয়, সেটাই কারও জানা নেই। বাবা স্বয়ং এসে এখন তা জানাচ্ছেন - "তোমাদের আত্মাতে এখন ময়লা জমে গিয়েছে। এই আত্মার গুণ অনুসারেই মানুষ কখনও পূজ্য আবার কখনও পূজারীতে পরিণত হয়। কিন্তু আত্মা কখনই ভগবানে (পরমাত্মায়) পরিণত হতে পারে না। আর পরমাত্মা যদি স্বয়ং যদি পূজারী হয় তবে সেক্ষেত্রে পূজ্য হবে কে ?" আসলে পরমাত্মা বাবাই আমাদের আত্মাকে পূজ্য বানান। বাচ্চারা- "তোমরাই সেই পূজ্য পবিত্র দেবতা আত্মা ছিলে, কিন্তু অধোগতি হতে হতে সেই তোমরাই এখন শূদ্রে পরিণত হয়েছো।" ঈশ্বরেরই রচনা সত্যযুগের দেবী-দেবতা। তাই এমন গায়নও আছে, ঈশ্বর যখন মনুষ্যরূপীদের দেবতা রূপে সৃষ্টি করেন .....! বাবা তাই বলছেন- অতএব যথার্থরূপে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ো। বাবা, শিক্ষক, গুরু - এনাদের কর্তব্যই হলো, বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করে পুরুষার্থ করানো। অতএব বাচ্চারা- তোমাদের এই অমূল্য সময়কে অবহেলা করো না মোটেই। অযথা পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর তখন কেবলই হা-হুতাশ করে আফশোসই করতে হবে। তখন তুমিই আবার বলবে, তবে তো কল্প-কল্প ধরেই আমার এমন অবস্থাই হতে থাকবে। কিন্তু তখন আর তোমার কিছুই করার থাকবে না। আর সে সবের সাক্ষ্যাৎকারও হয়ে যাবে তোমার। কিন্তু তখন তো তোমার নিজেরই পাকাপাকি ভাবে নিশ্চয়ও হয়ে যাবে যে, কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই অধঃপতনের ফলে এমনই দুর্গতি পেতে থাকবো। তাই বাবা বার

বার এমন ভাবে বোঝাচ্ছেন, যখন তোমার এমন রেজাল্ট বেরোবে, তখন কেবল কান্না-কাটি করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকবে না। ঠিক যেমন ভাবে স্কুলগুলিতে পাস করার পর তাদের ফলের ক্রমানুসারে এক ক্লাস থেকে উন্নতি পেয়ে অন্য ক্লাসে পরিবর্তিত হয়ে বসো, ঠিক তেমনই। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাও তেমনি বাবার গলার মালা হয়ে নতুন দুনিয়ায় বদলী হও, যার এত খ্যাতি জগতে। প্রকৃত অর্থে এই রুদ্র মালারই তো পূজো হয়ে থাকে জগতে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো এটাও জানে না, এই মালার ব্যাপারটা আসলে কি ? তারা যেসব মালার কথা জানে তার উপরি ভাগটাকে মেরুতে দেখায়, জপ-মালার যেখানে জোড়া-গুটিকা মানে যেখানটা দুটো প্রান্তকে জুড়ে থাকে অর্থাৎ বিষ্ণুর অবস্থান। তার উপরি ভাগে যেখানে ফুল থাকে, সেটা শিববাবারই চিহ্ন স্বরূপ। বাকী সব সেই মালার অংশ বিশেষ। সেই অংশই তোমরা বি.ক. ব্রাহ্মণেরা, যারা এখন পুরুষার্থ করে চলেছো, সেই রুদ্র মালার গুটিকা হবার লক্ষ্যে। অতএব এমন ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে যেন বাপদাদার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারো। এমন কিছু করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে, যাতে কেউ যেন তোমার কোনও কারণে দুঃখ না পায়। যেখানে আত্মার বাবা পরমাত্মা স্বয়ং দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা। সেখানে বাচ্চা যদি কারওকে দুঃখ দেয়, তখন আর কে বা তোমাকে বাবার বাচ্চা বলে ভাববে। বিকর্ম করা অথবা জীবঘাত (আত্মহত্যা) করা কিম্বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া - এসব পাপ-কর্ম থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। এমন কি কারও কাছে বিনা কারণে হেরে গেলেও, প্রয়োজনে তার কাছে ক্ষমা চাইতেও হবে। ভক্তি-মার্গে কিছু ঘটে গেলে তখন সবাই মিলে কান্নাকাটি, হায় হায় করতে থাকে। কিন্তু তোমাদের এই দিশা হলো জ্ঞান-মার্গের, অতএব কারও মনেই দুঃখ দেওয়া চলবে না। সবাইকে জ্ঞান-গঙ্গা জলের ছিটা ছিটিয়ে শীতল করতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো জ্ঞানের পাঠ পড়তে। পড়ার সময় পাঠের আচার-আচরণ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই আচার-আচরণটাই একটা বিশেষ পাঠ। মনে রাখতে হবে, নিরাকার বাবা স্বয়ং এই পাঠ পড়াচ্ছেন। উনি কিন্তু তোমার মনের ভিতরের সব কথাই বুঝতে পারেন। যেমন এক সেন্টার থেকে খবর এসেছে, এক বাচ্চা কিছু ভুল করাতে ধর্মরাজ-বাবা তাকে যথেষ্ট শাস্তিও দিয়েছিলেন। যা এই বাবা সেসবের কিছুই জানতেন না। এমন অনেকেই আছে যারা বিকারেও যায় আবার বাবাকে সত্যি কথাও বলে না। উল্টে নিজেকে দোষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের ভুলগুলিকে গোপন করে। কিন্তু শিববাবার তো কোনও কিছুই অজানা নেই। যদিও স্বয়ং শিববাবা তোমাদের এই জ্ঞানের-পাঠ পড়াচ্ছেন, তাকেও তোমরা ভুলে যাও। এ যে কত বড় আহাম্বকের ব্যাপার! এখানে যখন কোনও সত্য বা মিথ্যাই গোপন থাকে না। ব্রহ্মাবাবা নিজেও তাই বলছেন, তিনি অন্তর্যামী নন যে সবকিছুই জানতে পারবেন। অন্তর্যামী হলেন একমাত্র শিববাবা। শিববাবাও স্বয়ং বলছেন- যদিও উনি নিরাকার, কিন্তু সবকিছুই জানেন। ব্রহ্মা তো আছে সাকার অবস্থায়। শিববাবা আরও জানাচ্ছেন- উনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। কিন্তু ব্রহ্মার জন্ম-মৃত্যুর চক্র আছে। তাই তো শিববাবা সবাইকে বলতে পারেন, তোমরা নিজেদের জন্মের ব্যাপারে কিছুই জানো না। যা উনিই আমাদের জানিয়ে থাকেন। আর তা শোনান কেবলমাত্র সূর্য-বংশী বাচ্চাদেরকেই। বাচ্চারা অনেকেই তাদের দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করে। এমন কি তারা অনেকেই বাবার সন্মুখেও আসে না। ব্রহ্মাবাবা তাদের উদ্দেশ্যেই বলেন, শিববাবার কাছে তোমরা কিছুই গোপন কোরো না যেন। ওনাকে সবকিছুই জানাও, তবেই তো উনি তোমাদের সেসব দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেবেন। যেহেতু তোমরা ওঁনারই সন্তান। উনি তো বলেনই, সবকিছুই উনি জানতে পারেন- তা যে ভাবেই হোক, উনি সবকিছুই জানতে পারেন। সুতরাং আগে-ভাগেই ওনাকে সবকিছুই জানাও। পূর্বের জন্ম-

জন্মান্তরের হিসাব তো সব ওনার কাছেই আছে। এছাড়া বর্তমান জন্মের যা কিছু তা ব্রহ্মাকে শোনালে, শিববাবাও তা শুনতে পাবেন। এমন কি তোমরা যখন নিজেদের ঘরেও থাকবে, তখন ভেবো না যেন, শিববাবা সেসব কিছুই জানতে পারছে না। না, এমনটা কোরো না। এসব তো এতদিন ধরে ভক্তিমার্গে করেই এসেছো। আর এখন তো তোমরা বাবার সম্মুখে এসেই হাজির হয়েছো। তাই তো ওঁনাকে সবকিছু বললে, তবেই তো উনি তোমাদেরকে সাবধান করতে পারবেন। বাবা এমন ভাবে তোমাদের সতর্ক হবার জন্য জানাবেন, যাতে তোমাদের মুখে চুন-কালী না পড়তে পারে। অন্যথায় তোমাদের অনেক সাজা ভুগতে হতে পারে। অন্তিম সময়ে তা আরও দুর্বিসহ হতে পারে। তখন তো সাজার পরিমানও অনেক বেশী পেতে হবে। এমন সব অনেক উদাহরণও তোমরা দেখতেই থাকো। এই সার্জেনের কাছে তোমার কোনও পাপ-ই গোপন কোরো না। উনি যে মাফ করবেন না - এমনটা মোটেই নয়। বি.কে. হবার পর এখন পাপ করলে তা ১০০-গুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই অযথা মিথ্যা কথা বলবে না- এই বলে বাবা সবাইকে সতর্ক করে দেন।

এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কত বিশাল বেহদের একমাত্র পাঠশালা। আর তোমরা গোপ অর্থাৎ ভাই-রা গুপ্ত বেশে অনেক সেবাকার্যও করতে পারো। এভাবে গুপ্ত বেশে তোমরা যদি লোকেদের বোঝাতে থাকো, তখন তারা হয়তো ভাববে, তোমরা গভর্মেন্টের লোক। আবার এই জ্ঞানও যে গুপ্ত-জ্ঞান। যার বীজ, বৃক্ষ, আর সৃষ্টি-চক্রকে অবশ্যই জানতে হয়। যা চার-যুগের একটা চক্র। কিন্তু লোকেরা তাদের অজ্ঞানতায় এই চক্রকেই চরকা ভেবে নিয়েছে। তোমরা বি.কে.-রা হলে পাণ্ডব সেনা। ব্রহ্মাকুমারীর মাহত্ব্যকে জানাতে এবং এর বিষয়ে পরিচয় করাবার জন্য তোমাদের সাথে এখানকার কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। চরকা চালালেই কি 'সত্যমেব জয়তে' হয়ে যাবে ? প্রকৃত অর্থে এই চক্র তো সৃষ্টি-চক্র। এসব যুক্তি বলার সময় ভয় পেলে চলবে না। গুপ্তবেশে তোমরা তোমাদের ভাবনা অনুযায়ী যেখানে খুশী যেতে পারো। বহুরূপী বাবার বাচ্চারা বহুরূপী তো হতেই পারে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা সেভাবে ততটা আসে না। তাই অনেক অল্প সেবা করেই অনেক খুশী হয়ে যায়। আর এমন ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, ভাবখানা এমন যেন তা আকাশ ছুয়ে যাবে। অথচ বাচ্চাদের তো এখনও সেবা করার মতন অনেক কিছুই বাকী আছে। সেবার সাথে সাথে বাচ্চাদেরকে নানা প্রকারের পুরুষার্থও করতে হবে যে। বাবা তো সেই হিসাবেই পয়েন্টস্-গুলি দেন। এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ তো ক্রমাগত চলতেই থাকে। প্রত্যেক ধর্মের লোককেই তোমরা আমন্ত্রণ জানাতে থাকবে। রাজা-বাদশাদেরও আমন্ত্রণ জানাবে। এই বিষয়ে সভা-সমিতিও করবে। যেখানে যে ধরণের সেবা, যে ভাষার লোকেদের বাস, সেখানকার জন্য সেরকম কার্ডই ছাপাবে। তাতে যেন লেখা থাকে, "তোমরা সবাই আসো। এসে বোঝো এই সৃষ্টি-চক্র কোন নিয়মে কিভাবে অনবরত ঘুরেই চলেছে। তোমরা সবাই এসে তা জেনে যাও, পরমপিতা পরমাত্মার বিষয়ে, কি তার কর্ম-কর্তব্য এবং ওনার জীবনীপঞ্জী, আর ৫ হাজার বছরের এই কল্পের চক্রকে। সত্যি কি আশ্চর্যের এসব - তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে, যতদিন জীবিত থাকবে, মায়ার বিঘ্নকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া চলবে না।

২) সবাইকে জ্ঞান-গঙ্গার জলের ছিটা দিয়ে শীতল রাখবার সেবা করতে হবে। কারও মনে কখনই কোনও প্রকারের দুঃখ দেবে না। বাবার মতন দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা হতে হবে বাচ্চাদেরকেও।

বরদান :- চারদিকের অস্থিরতার সময়েও অব্যক্ত স্থিতি বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের দ্বারা বিজয়ী আত্মা হও

বিস্তার :- অন্তিম সময়ে চারদিকের লোকেদের অস্থিরতার আর প্রকৃতি উত্তালের আওয়াজ আসবে। চারিদিকেই কান্নার রোল, বিক্ষোভের আওয়াজে বায়ুমণ্ডল অস্থির হয়ে উঠবে। সেই সময়ে সেকেণ্ডের মধ্যে অব্যক্ত ফরিস্তা তথা আমি নিরাকারী অশরীরী আত্মা, এই অভ্যাসে অভ্যাসী আত্মারাই কেবল বিজয়ী হতে পারবে। অতএব এর নিমিত্তে অনেক সময়ের অভ্যাসের মালিক হতে পারলে, যখন চাইবে মুখ দ্বারা শিষ দিয়ে, কিম্বা কানে দ্বারা চাইলে শোনো, না চাইলে শুনো না, সেকেণ্ডেই তাতে ফুলস্টপ লাগাও - এই অভ্যাস জপমালায় অর্থাৎ বিজয় মালায় নিয়ে আসবে।

স্লোগান :- পুরুষার্থকে তীব্র করতে হলে অমনোযোগীতার ঢিলা স্ক্রুকে টাইট করো।